বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উত্তরা কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ ও ঈদগাহ নির্মাণ প্রকল্পে অনুদানের আবেদন

সম্মানিত ভ্রাতা ও ভগ্নিবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম

মহান আল্লাহ মানুষকে এক অনিশ্চিত ক্ষুদ্র জীবন দিয়ে নেক আমল তথা কল্যাণকর কাজ করার জন্য ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু নফসের প্রতারনা, শয়তানের ধোকা আর দুনিয়ার লোভ-লালশায় আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে যেই আমল করি তা নিতান্তই স্বল্প। অধিকন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু এসে নেক আমলের এই ক্ষুদ্র ধারাকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। রাসূল সাঃ এরশাদ করছেনঃ যখন মানুষ মারা যায় তখন ৩ টি আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১. সাদাকায়ে জারিয়া। ২. উপকারী ইল্‌ম্‌। ৩. নেক সন্তানের দোয়া। মুসলিম-১২৫৫। তাই এমন কিছু আমল করা দরকার যা মৃত্যুর পরেও কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো মসজিদ নির্মাণে সম্পৃক্ত হয়ে অনন্তকালের জন্য সাদাকায়ে জারিয়ার ব্যবস্থা করা।

মসজিদ নির্মাণ ও আবাদের ফজিলত:-

পৃথিবীর সর্বাধিক মর্যাদা, শান্তি-নিরাপত্তা, আত্মিক প্রশান্তি ও পরিশুদ্ধির স্থান হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদ। রাসূল সাঃ এরশাদ করছেন:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا) মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান হচ্ছে মসজিদ। সহীহ মুসলিম-৬৭১

মসজিদ নির্মানের ফজিলত:

মসজিদ নির্মান ও আবাদ করা এক বিশাল মর্যাদা ও এবাদতের কাজ। তবে এই মহৎ কাজে কেবলমাত্র সত্যিকার অকতোভয় ঈমানদাররাই সম্পৃক্ত হতে পারেন। মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন ঃ আল্লাহর ঘর মসজিদতো কেবল তারাই আবাদ করতে পারে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি সত্যিকার ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে আর আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেনা। সূরা তাওবা-১৮ অন্যদিকে হাদীসে রাসূল সাঃ এরশাদ করেন ঃ (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ) "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করে মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ বালাখানা নির্মাণ করেন।" সহীহ মুসলিম-৫৩৩

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

মহান আল্লাহর রহমতে ও আপনাদের একান্ত সহযোগিতায় ঐতিহাসিক উত্তরা কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ ও ঈদগাহকে একটি আধুনিক, আইকনিক, নান্দনিক, ও পূর্ণাংগ মসজিদ কমপ্লেক্স ও ঈদগাহে রুপান্তরিত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ঢাকার প্রাণকেন্দ্র উত্তরা মডেল টাউনের ৬ নং সেক্টরে আজমপুর বাস ষ্ট্যান্ডের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে সংলগ্ন এই প্রকল্পটি নির্মিত হচ্ছে রাজউক কর্তৃক বরাদ্ধকৃত ৮২ কাঠা জমির উপর। রাজউক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রকল্পটির বিশাল এরিয়া ৪,৫০,০০০ বর্গফুট। প্রকল্পটি অবস্থানগত দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও নির্মানের দিক দিয়ে যথেষ্ট ব্যয়বহুল। স্থাপনাটির প্রাথমিক প্রাককলিত ব্যয় ধরা হয়েছে = ১৫০,০০০০০০/- (একশত পঞ্চাশ কোটি) টাকা। তাছাড়া প্রকল্পটিতে মসজিদ কেন্দ্রিক অদূর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চাহিদা ও প্রয়োজন বিবেচনা করে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা অনুযায়ী আনুসাংগিক সকল কিছু অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তন্মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(১) ৩টি বেইজমেন্ট (২) ৯ তলা মসজিদ (৩) ঈদগাহে মসজিদে নববীর আদলে ছাতা (৪) ৬টি লিফট ও ২ জোড়া এস্কেলেটর (৫) ১৫০ ফুট উচু দৃষ্টি নন্দন ৪ টি মিনার (৬) ১০০০ জন মহিলা মুসল্লির নামাজের স্থান (৭) মহিলা ও পুরুষ মুসল্লিদের জন্য আলাদা লাইব্রেরী (৮) বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ কেন্দ্র (৯) Central AC (১০) আধুনিক অজুখানা ও ওয়াশরুম। (১১) ৪৫০টি কার পার্কিং ইত্যাদী।

এই বিশাল প্রকল্পটি আমরা দশে মিলে যেন আল্লাহর রহমতে সহজে বাস্তবায়ন করতে পারি সেজন্য সম্মানজনক এক ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। আর তা হলো আপনি আজীবন উত্তরা কেন্দ্রিয় মসজিদের দাতা সদস্য হয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সকলের নেক দোয়া ও আল্লাহর রহমত পেতে থাকবেন।

সেই লক্ষ্যে নিম্নে উল্লেখিত দানের পঞ্চ প্যাকেজ থেকে আপনি যে কোন প্যাকেজের গৌরবান্বিত সদস্য হয়ে এক কালীন অথবা সুবিধা অনুযায়ী ধীরে ধীরে দানের মাধ্যমে মসজিদ নির্মানের কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারেন।

দানের পঞ্চ প্যাকেজ নিম্নরুপ

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের নাম	সদস্য সংখ্যা	দানের পরিমান	টার্গেট
০১	আশারায়ে কামেলা উপদেষ্টা	১০ জন	৫ কোটি ও তদূর্ধ্ব	৫০ কোটি
০২	শুরা সদস্য	৭০ জন	১ কোটি ও তদূর্ধ্ব	৭০ কোটি
০৩	বরকতি সদস্য	৯৯ জন	১০ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব	১০ কোটি
০৪	বদরি সদস্য	৩১৩ জন	৫ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব	১৫ কোটি
০৫	নির্মান সহযোগী সদস্য	১০০০ জন	১ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব	১০ কোটি

উপরোল্লেখিত প্যাকেজের বাহিরেও আপনি আপনার নিজের, মাতা-পিতার ও পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের নামে সাধ্যমত যখন তখন অল্প বিস্তর দান করেও সাদাকায়ে জারিয়ার এই চিরস্থায়ী একাউন্ট খুলে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি ও জান্নাত প্রাপ্তির সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।

মহান আল্লাহ এরশাদ করছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সাথে তাদের জান-মালের বিনিময়ে জান্নাত দিয়ে বানিজ্য করেছেন। ...অতএব তোমরা এ বানিজ্যে খুশি থেকো। আর এটিই মহান বিজয়।" সূরা তাওবা-১১১

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছেঃ- "স্বচ্ছল ব্যক্তি তার স্বচ্ছলতা অনুযায়ী দান করবে আর যার অল্প রয়েছে সে দান করবে তার সাধ্যমত।" সূরা ত্বলাক-৭

আর হাদীসে যেখানে রাসূল সাঃ সাধারন নেক আমলের প্রতিদান দশ গুন বলেছেন সেখানে দানের প্রতিদান বলেছেন সাতশত গুন। কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ বিষয়টিকে চমৎকার উদাহরনের মাধ্যমে আরো বেশী বোধগম্য করে উপস্থাপন করেছেন। মহান আল্লাহ বলছেন ঃ যারা আল্লাহর রাহে দান করে তাদের দানের উদাহরন হলো ঐ বীজের ন্যায় যা থেকে উদগত হয় সাতটি ছড়া এবং প্রতিটি ছড়াতে থাকে একশ করে দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে আরো অনেক বাড়িয়ে দেন। সূরা বাক্বারা-২৬৫

যে কোন কল্যানকর কাজে দান করলে যদি এত প্রতিদান পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর ঘর মসজিদে দান করলে যে, প্রতিদান আরো অনেক বেশী হবে তা সহজেই বোধগম্য। সকলের সুবিধার্থে **প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্ট সমূহ** নিম্নে প্রদত্য হলো :-

হিসাবের নাম- উত্তরা কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ ও ঈদগাহ

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, উত্তরা শাখা
হিসাব নং ২০৫০২০৭০২০৫২১৫৮১৮

২. ট্রাষ্ট ব্যাংক (শরীয়া একাউন্ট), উত্তরা শাখা
হিসাব নং ৭০২৩-০২১২০০০২৬০

৩. বিকাশ-০১৭৫০৮৩৮৮৮০
নগদ-০১৭৫০৮৩৮৮৮০
রকেট-০১৩১৬৫৫০৫৫৭

মহান আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে উত্তরা কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ ও ঈদগাহ নির্মান কাজে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার তাওফীক এনায়েত করেন। আমাদের নেক নিয়ত, আগ্রহ ও দানের উসিলায় যেন জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত দিয়ে ধন্য করেন। আমীন

আরজ গুজার

সভাপতি :
বীর মুক্তিযোদ্ধা কুতুব উদ্দিন আহমেদ
ও
পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

খতীব : ০১৭১৫২৪৬১০০
সভাপতি : ০১৭১১৬০৪৭৭৯
সিঃ সহ সভাপতি : ০১৮৪১৬০০৬৬৬
সেক্রেটারী : ০১৬৭০০৬৯১৬৭

الصدقة الجارية

উত্তরা কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ ও ঈদগাহ

প্লট- ২২, রোড-১২, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩